# টানাপোড়েন

টানাপোড়েন

শান্তনা শান্তমা

দ্রষ্টব্যঃ

“টানাপোড়েন” মাংগাটি একটি মৌলিক মাংগা। এর প্রতিটি চরিত্র, ঘটনা, স্থান, সময়কাল কাল্পনিক এবং আচার, অনুষ্ঠান, পটভূমি গল্পের প্রয়োজনে পরিবর্তিত। এটি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রতিনিধিত্ব করে না। এ গল্পের কোনো অংশের সাথে বাস্তবের কোনো মিল থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয়। এর দায় কারোও নয়। এর কোনো অংশ অনুকরণ না করতে অনুরোধ করা হলো। ধূমপান ও মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

১৬ বছরের কম বয়সীদের এ মাংগাটি পড়া থেকে বিরত থাকতে বলা হলো।

অত্যন্ত দুর্বলচিত্তের পাঠকদের এ মাংগাটি পড়া থেকে বিরত থাকতে বলা হলো।

মাংগাটি বাম থেকে ডানে পড়তে হবে।

©Manga Stage/TanaPoren/ All rights reserved

বিদ্যা কপাল করে এসেছে গো! এ তো আর যেকোনো বর নয়, চন্দ্রগড়ের মহারাজ সহস্রাক্ষ নিজে কিনা সম্বন্ধ পাঠিয়েছেন! শৌর্যে তাঁর মতো রাজা আর আছে নাকি?
চারপাশে যত রাজ্য আছে, সবাই তার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। অশ্ব চালনা, অসি চালনায় তাঁর মত বীর পাওয়া ভার!
আমার তো রীতিমত হিংসে হচ্ছে রে বিদ্যা, কপাল বটে রে তোর!

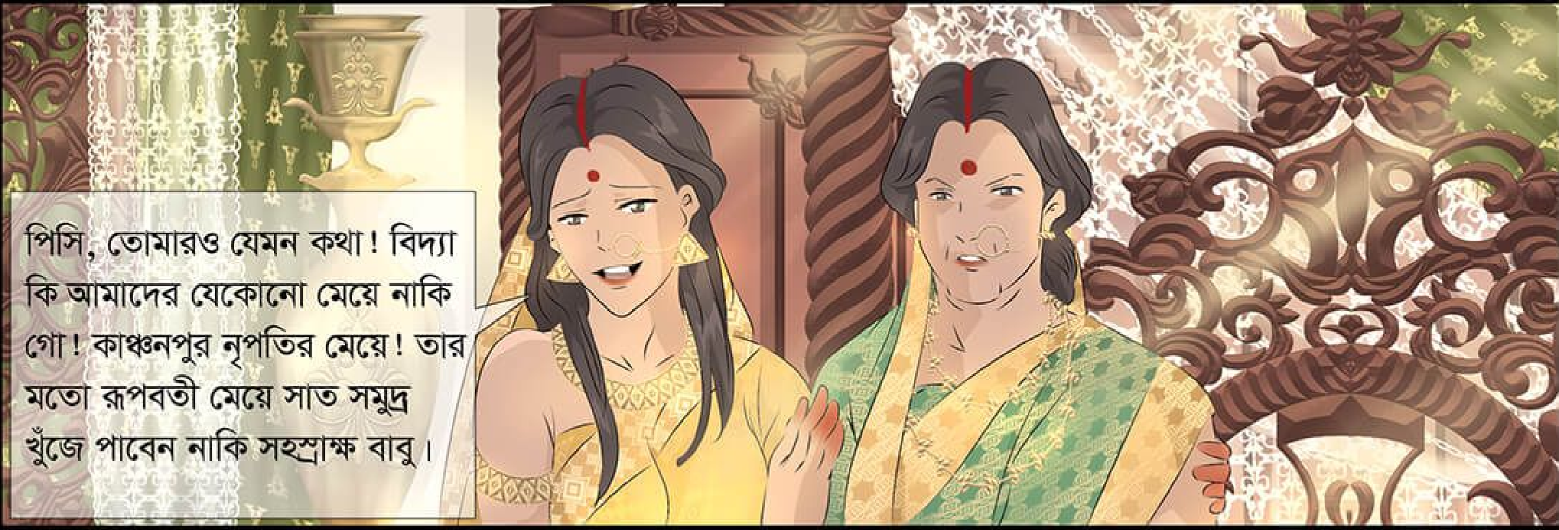
পিসি, তোমারও যেমন কথা! বিদ্যা কি আমাদের যেকোনো মেয়ে নাকি গো! কাঞ্চনপুর নৃপতির মেয়ে! তার মতো রূপবতী মেয়ে সাত সমুদ্র খুঁজে পাবেন নাকি সহস্রাক্ষ বাবু।

শুধু তাই না, অশ্ব চালনায় বিদ্যা কবে কাকে ছাড় দিয়েছে শুনি?
হিসাবেই বা কে ওকে কবে হারিয়েছে? বাড়ির ছোটদের হাতেখড়ি তো এখন বিদ্যাই দেয়। পন্ডিত মশাইও তো ওকে নিয়ে বড্ড সন্তুষ্ট।

মেয়ে এত বিদ্যা দিয়ে কি করবে বাপু? দিন শেষে উনুন ঠেলাই হচ্ছে সত্যিকারের বিদ্যা !
তবে যত যাই বল বিদ্যা, শুনেছি মহারাজের নাকি একটু নেশার ঝোঁক আছে, সাথে ওই আরকি... জলসা ঘরের দিকের ঝোঁকও। ওই ঘুঙুর মাথা নষ্ট করে দেয়।
তুই শক্ত হাতে বরকে আটকাবি, বুঝলি? ওসব শাস্ত্র পড়ায় সময় না দিয়ে এদিকটাই একটু সময় দিয়ে সামলাবি। তাহলেই সব ঠিক।

আর দিতে তো তোকে কম দেয়নি! চন্দ্রহার, পাঁচনরী, সীতাহার, সাতনরী, কোমরবন্ধ, বালা, ঝুমকো, টায়রা, ঝাপটা পর্যন্ত বাদ দেয়নি। পুরো গা ভরে গয়না দিয়েছে।
কত পূণ্য যে আগের জনমে করেছিলি রে তুই! পুরো জীবনে যদি তোর পিসে আমায় এত গয়না দিতো তো সুখের কোনো কমতি হতো না রে!

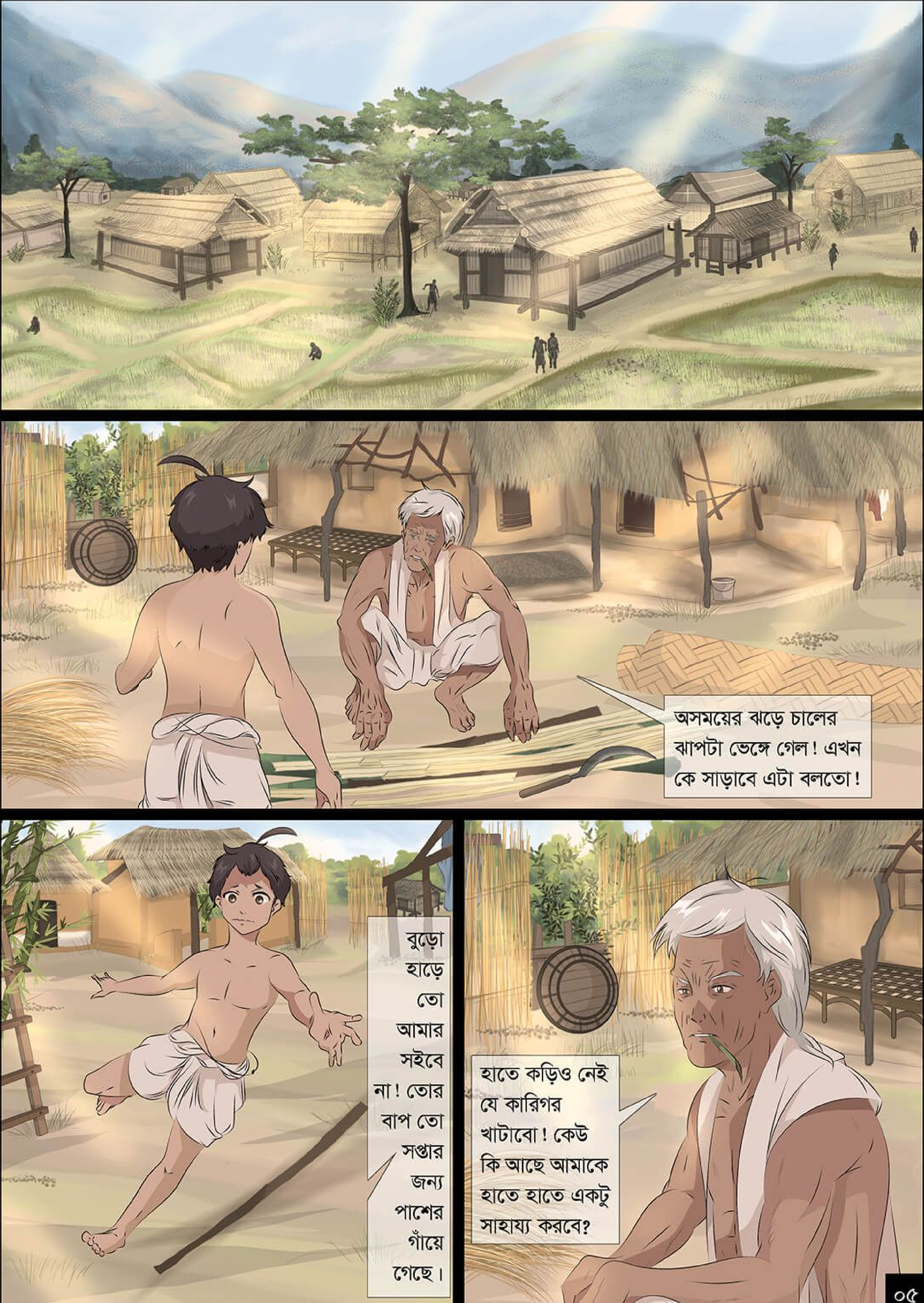
অসময়ের ঝড়ে চালের ঝাপটা ভেঙ্গে গেল! এখন কে সাড়াবে এটা বলতো!
বুড়ো হাড়ে তো আমার সইবে না! তোর বাপ তো সপ্তার জন্য পাশের গাঁয়ে গেছে।
হাতে কড়িও নেই যে কারিগর খাটাবো! কেউ কি আছে আমাকে হাতে হাতে একটু সাহায্য করবে?

ঠাকুরদা, এমন কাওকে লাগলে তোমার তো নির্মল দা কেই খুঁজতে হবে! কার বিপদে সে হাত বাড়ায়নি বলো তো?
ঠিক! ঠিক বলেছিস! নির্মল আমাকে ফেরাবে না! দেখ তো বাছা নির্মলটা কোথায় আছে?
আমি এই যাচ্ছি!

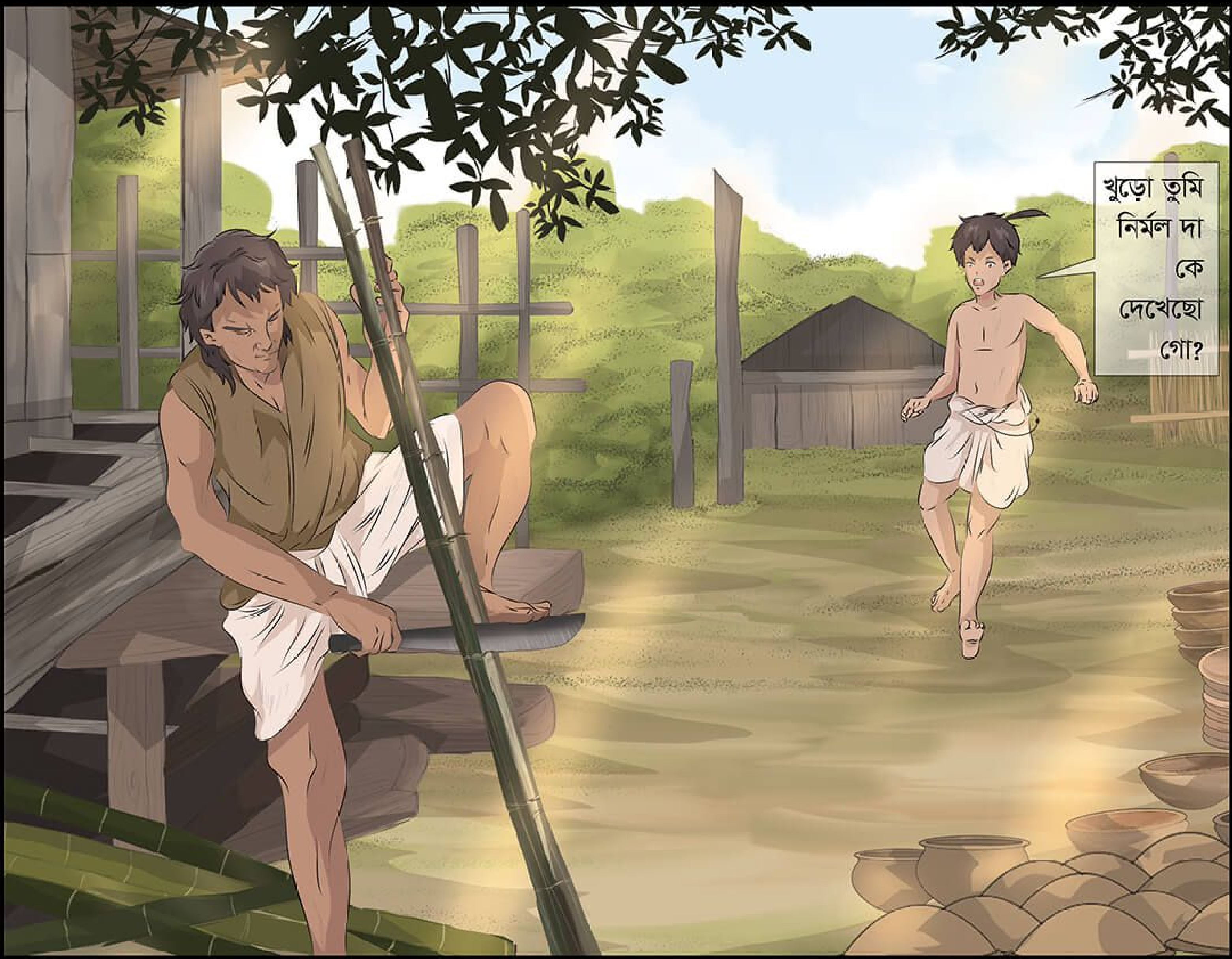
খুড়ো তুমি নির্মল দা কে দেখেছো গো?

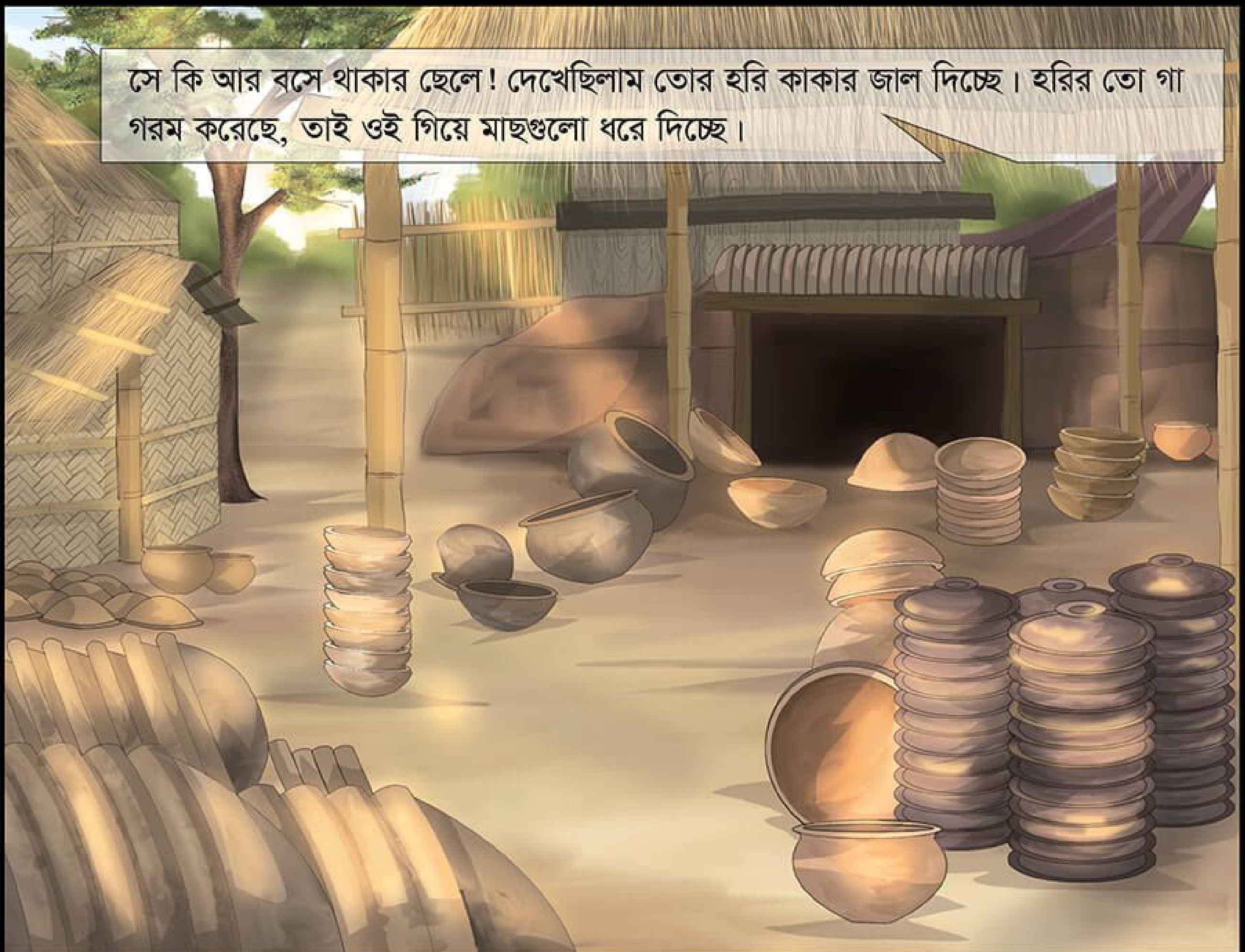
সে কি আর বসে থাকার ছেলে! দেখেছিলাম তোর হরি কাকার জাল দিচ্ছে। হরির তো গা গরম করেছে, তাই ওই গিয়ে মাছগুলো ধরে দিচ্ছে।

হরি কাকা বাড়ি আছো? নির্মল দা কোথায় বলতে পারো?
আরে নির্মল বলল গোপী ঠাম্মার জন্য নতুন একটা চাটাই নিয়ে যেতে হবে, তাই আর দু-দন্ড দাঁড়ালো না।
কি রে কোথায় যাচ্ছিস পটকা, একটা মোয়া নিয়ে যা!
এখন সময় নেই, নির্মল দা কে লাগবে!

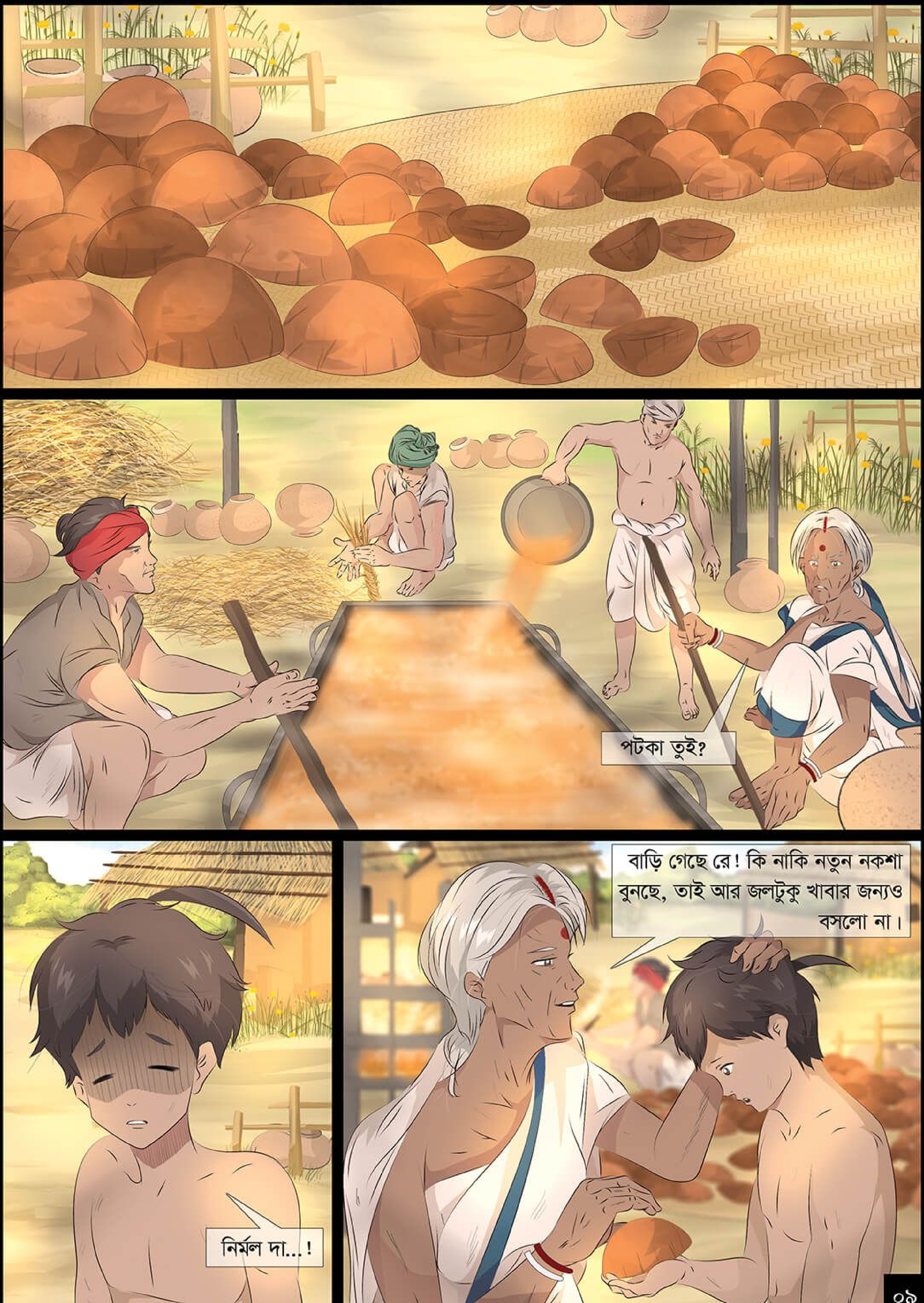
পটকা তুই?
নির্মল দা...!
বাড়ি গেছে রে! কি নাকি নতুন নকশা বুনছে, তাই আর জলটুকু খাবার জন্যও বসলো না।

নির্মল দা! ও নির্মল দা!!
কিরে পটকা, কোনো বিপদ নাকি?

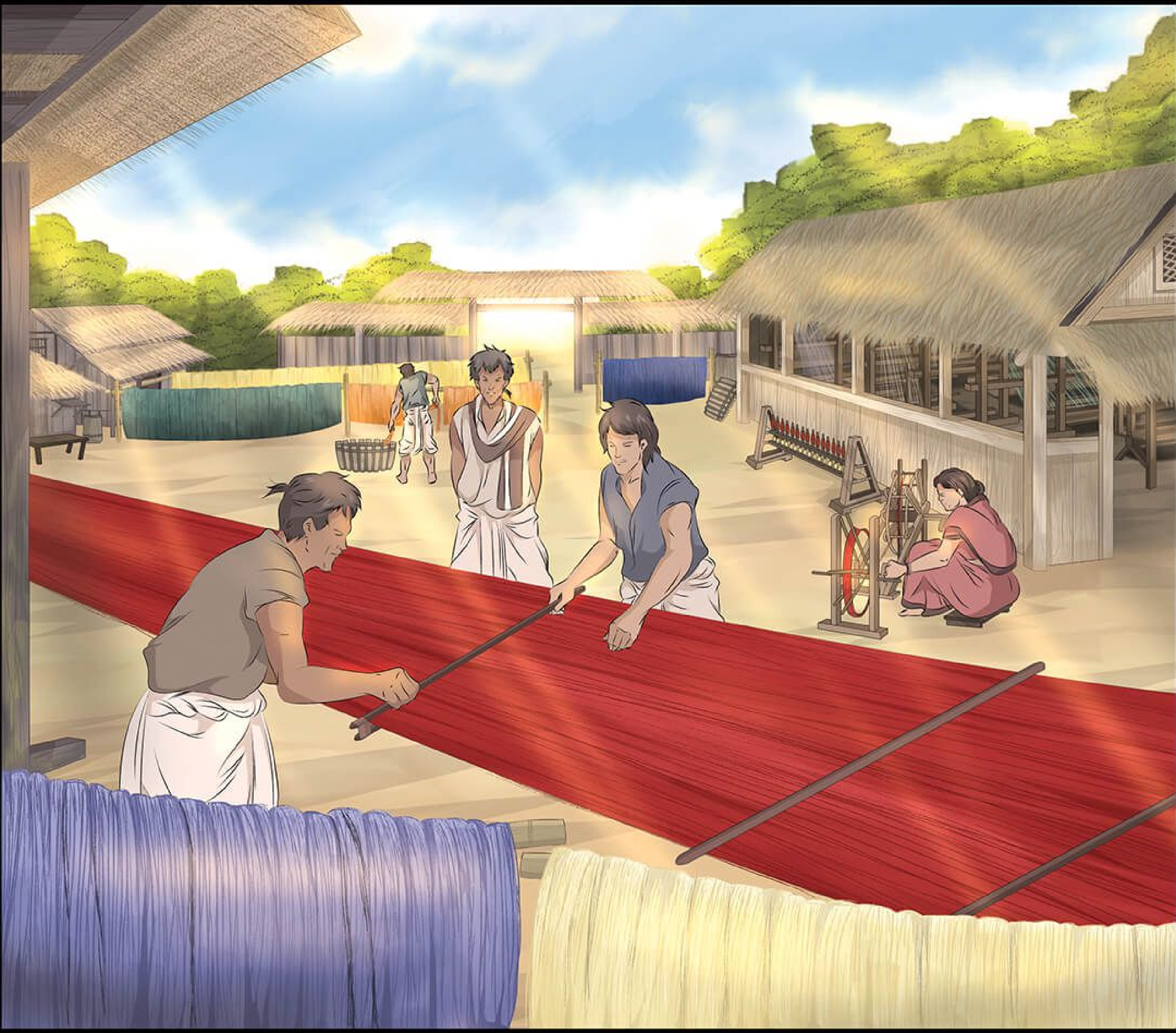

বেলা পড়বার আগে যেন সবটা সুতা পাঁকানো হয়! একদম সময় নেই হাতে! নৃপতি বাবু বলেছেন তিনি বিলম্ব দেখতে চান না। জলদি হাত চালাও!

অতীশ কাকু, হঠাৎ এমন তোড়জোড়?
কোথায় ছিলি তুই নির্মল? এতো বড় কাজ, আর তুই নিখোঁজ!
আমি নতুন একটা নকশা গড়ছিলাম, কাকু। তারমাঝেই কিছু কাজ পড়লো তাই দেরী হলো। আজই শেষ হলো নকশা। পেটানো নকশা একদম। দেখো তো কেমন হলো?

তোর কাজ দেখা লাগে না। চোখ যে ফিরবে না তা আমি অনুমান করতে পারছি। সময় মত সময়ের নকশা গড়েছিস রে! নতুন কিছুই চাচ্ছিলেন গিন্নিমা।
গিন্নিমা? নৃপতি বাড়ির কোনো আয়োজন নাকি? পুজোর তো বেশ বাকি, তবে এই অসময়ে?
হঠাৎ করেই আয়োজন। দিশেহারা হয়ে গিন্নিমা খবর পাঠালেন। আরো বললেন, নির্মলের যা হাত দাদা, ওকে বলবেন বিয়ের বসন যেন ওই গড়ে।

বিয়ে, কার বিয়ে?
আরে, আর কার? আমাদের বিদ্যাবতী মায়ের! মহারাজ সহস্রাক্ষের মন্ত্রী নিজে এসে নাকি সম্বন্ধ দিয়ে গেছেন!

বিধাতা আমার অদ্ভুত পরীক্ষা নিচ্ছেন। তাই তো... তোমার বিয়ের বসন, আর আমি বুনবো না?
ভাবতেও অবাক লাগছে, কতকাল বয়ে গেছে।

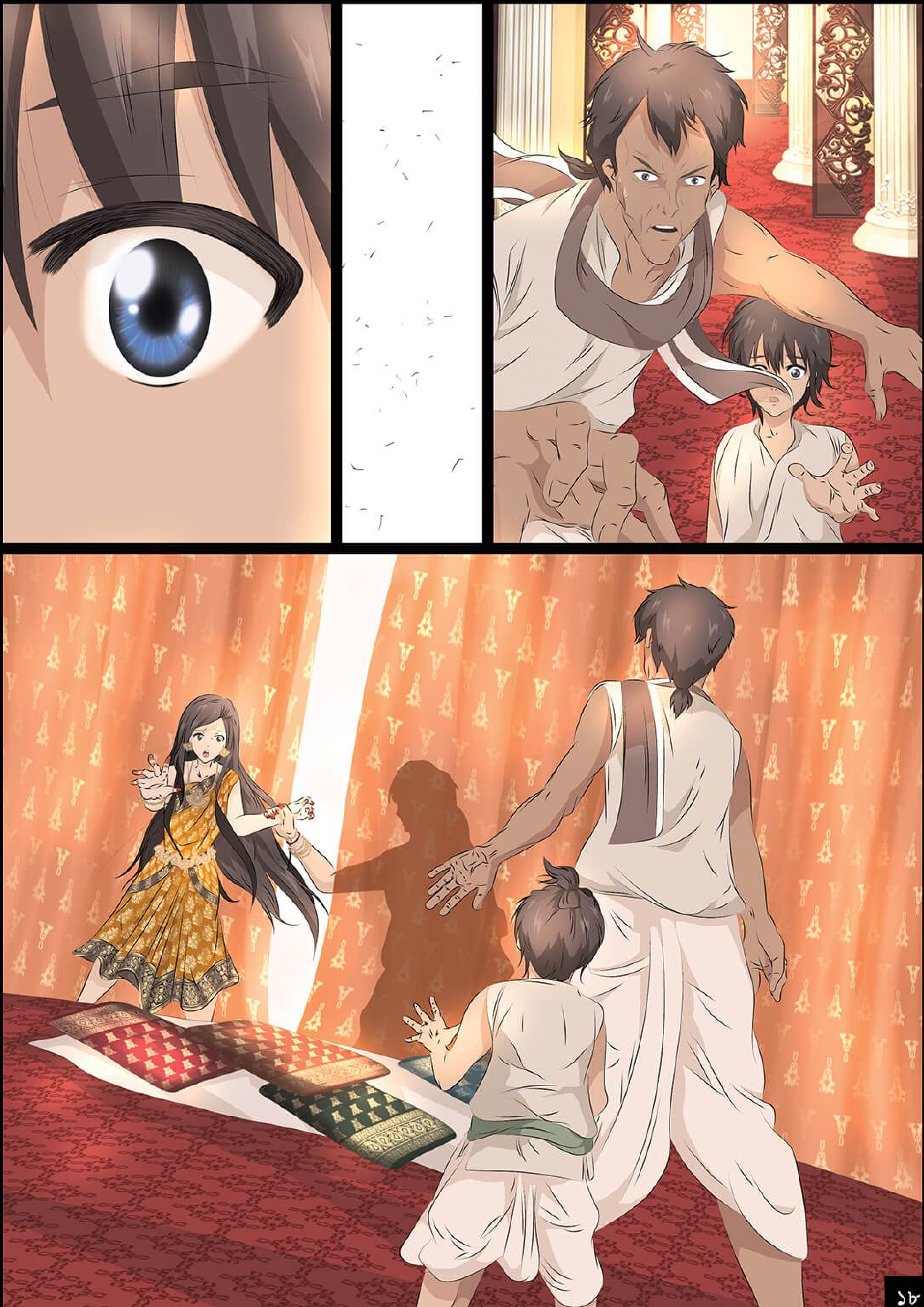

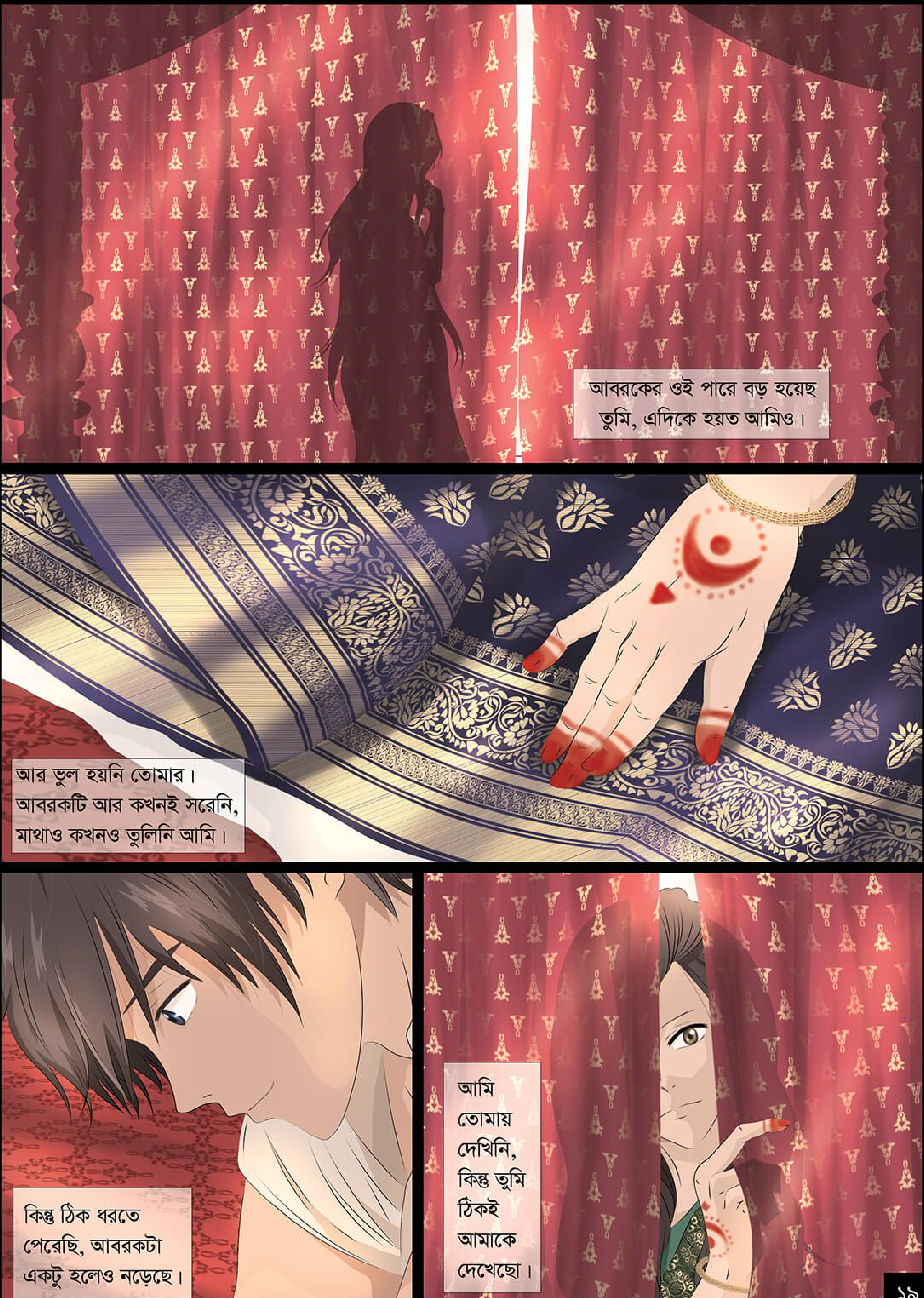
আবরকের ওই পারে বড় হয়েছ তুমি, এদিকে হয়ত আমিও।
আর ভুল হয়নি তোমার। আবরকটি আর কখনই সরেনি, মাথাও কখনও তুলিনি আমি।
কিন্তু ঠিক ধরতে পেরেছি, আবরকটা একটু হলেও নড়েছে।
আমি তোমায় দেখিনি, কিন্তু তুমি ঠিকই আমাকে দেখেছো।

একদিন হয়তো তোমার দেখা পাবো সে আশায় নৃপতি বাড়ির কোনো বসন নেই যার বুননে আমি হাত লাগাইনি।
কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠেনি, কেমন লেগেছে তোমার।
আজ দিন শেষে নিজের কাজের সন্তোষজনক একটা মন্তব্য পেলাম।

তোমার বিয়ের বসন আমাকে গড়তে হবে। বুঝলাম, ভালো তাঁতী হিসেবে গড়েছো তুমি আমায় বিদ্যা...

বিয়ের সাজে বড্ড
মানাবে তোমাকে,
না দেখেও বলতে
পারি আমি।
মিলিয়ে নিও...

লগ্ন যে বয়ে যাচ্ছে !
ডাকাতের হাতে পড়েননি তো !
দস্যি মেয়ে তো তাই বোধহয় পাত্রপক্ষ নিতে চাচ্ছে না।
পণের পরিমানে বোধহয় সন্তুষ্ট না, মহারাজ বলে কথা !

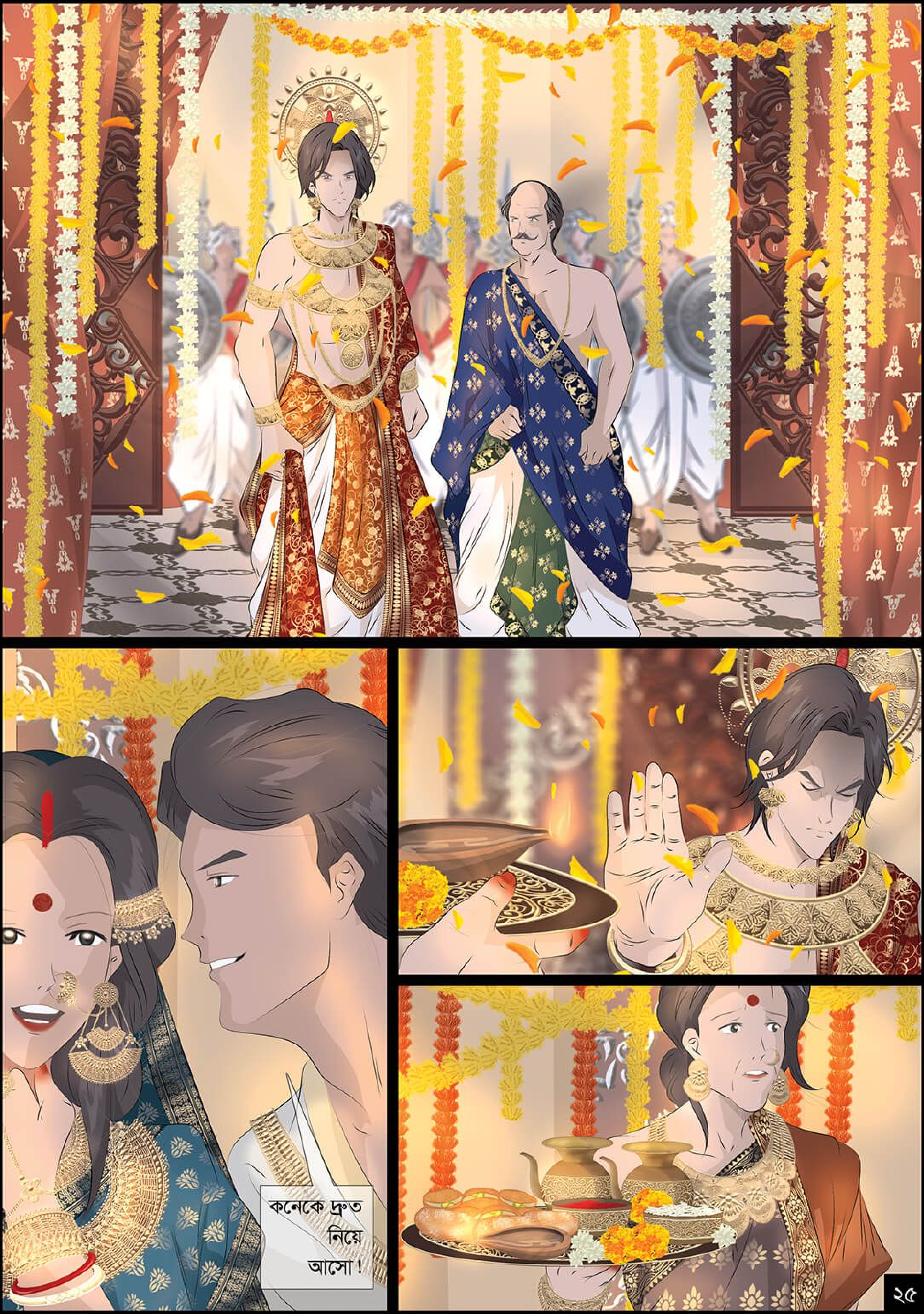
কনেকে দ্রুত
নিয়ে
আসো !

আমি চলে যাচ্ছি,
বিলম্ব যেন না হয়।

রানীমা...
অন্ন গ্রহণের সময় হয়েছে।

আমি একা বসব?
জ্বী রানীমা। এই কুঠি তো আপনার একারই। মহারাজ তো অন্য কুঠিরে থাকেন, ওনার মন মতো আসবেন। আপনার সেবার জন্য আমরা অনেকে আছি!
আপনার কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

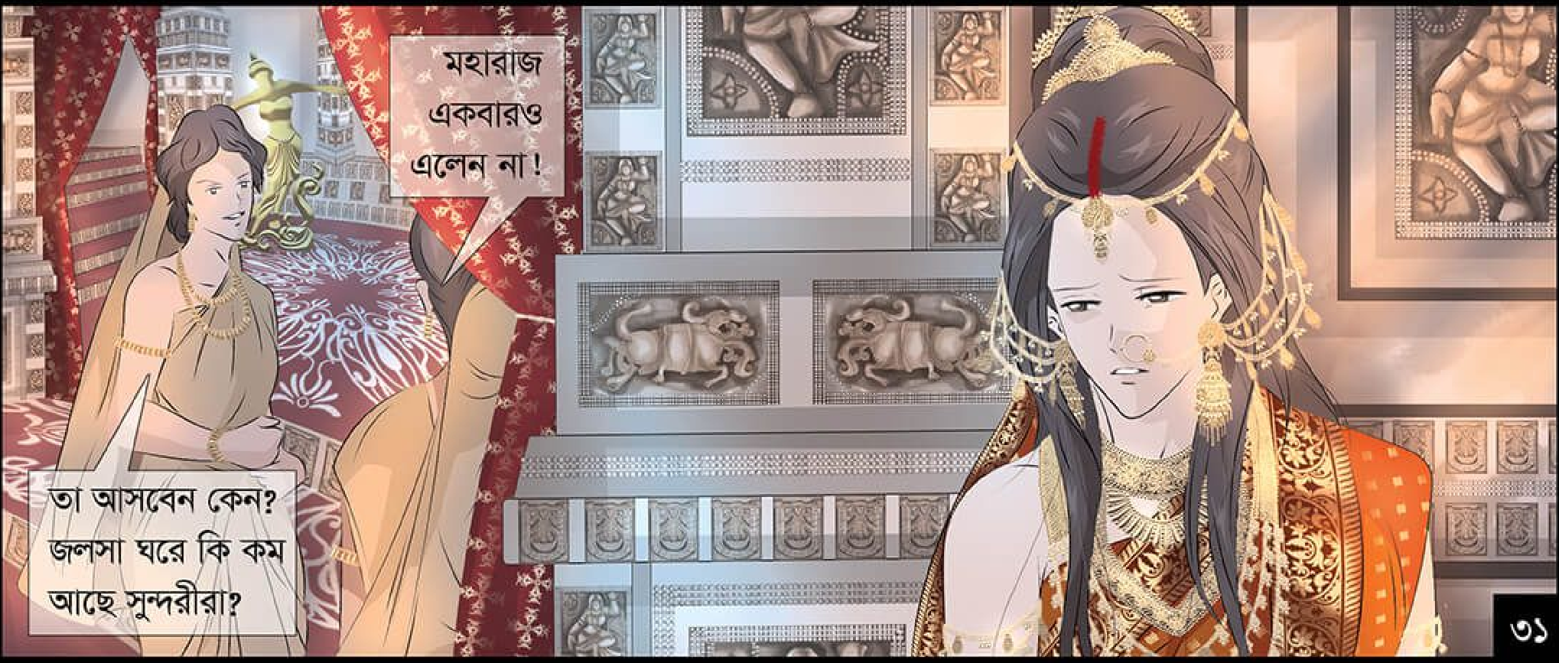
মহারাজ একবারও এলেন না!
তা আসবেন কেন? জলসা ঘরে কি কম আছে সুন্দরীরা?

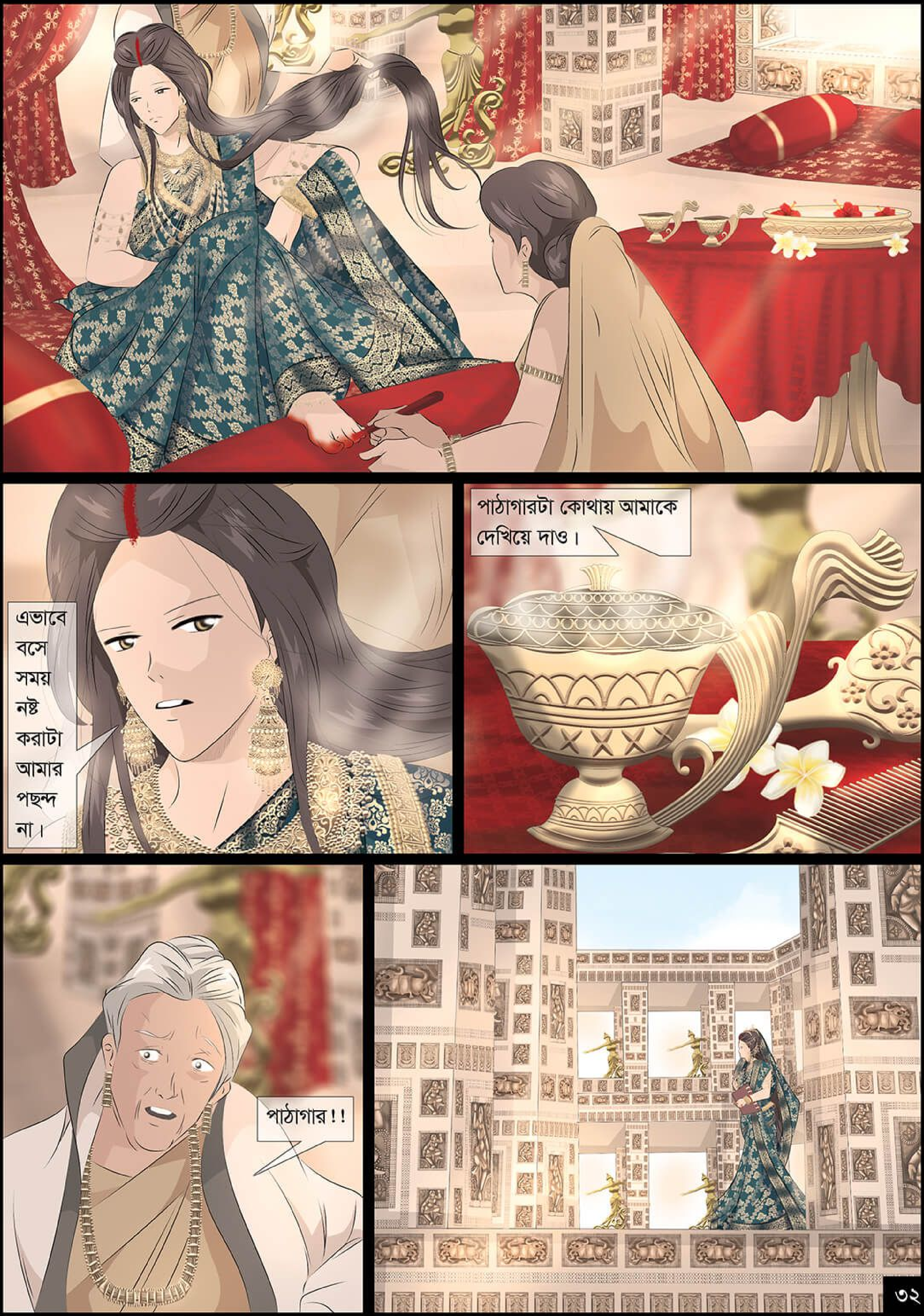
এভাবে বসে সময় নষ্ট করাটা আমার পছন্দ না।
পাঠাগারটা কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও।
পাঠাগার!!

বাবু, কৃপা করুন বাবু! এবার ফসলে বড্ড ক্ষতি হয়েছে! ঝড়ে অনেক শস্য নষ্ট হয়ে গেছে বাবু! এত কম দিলে সারাবছর না খেয়ে মরতে হবে!!
তা আমি কি জানি! ঈশ্বরের দান ঈশ্বর নিয়ে গেছেন। আমার প্রাপ্যটা তো আমাকে বুঝতে হবে! মহারাজকে তো আর আমি এ কথা বোঝাতে পারবো না। যদি এতই দরকার পড়ে তবে বাড়ি বন্দক রেখে শস্য নিয়ে যাও।

বাপের এই ভিটিটুকুই তো আছে বাবু! বন্দক রাখতে রাখতে সবটাই হারিয়েছি, শুধু ঘরটাই আছে! কৃপা করুন!!
কি হয়েছে মন্ত্রী মশাই?
ও কিছু না! আপনি যান মহারানী।
রানীমা, বাঁচান আমাকে! রানীমা কৃপা করুন!!

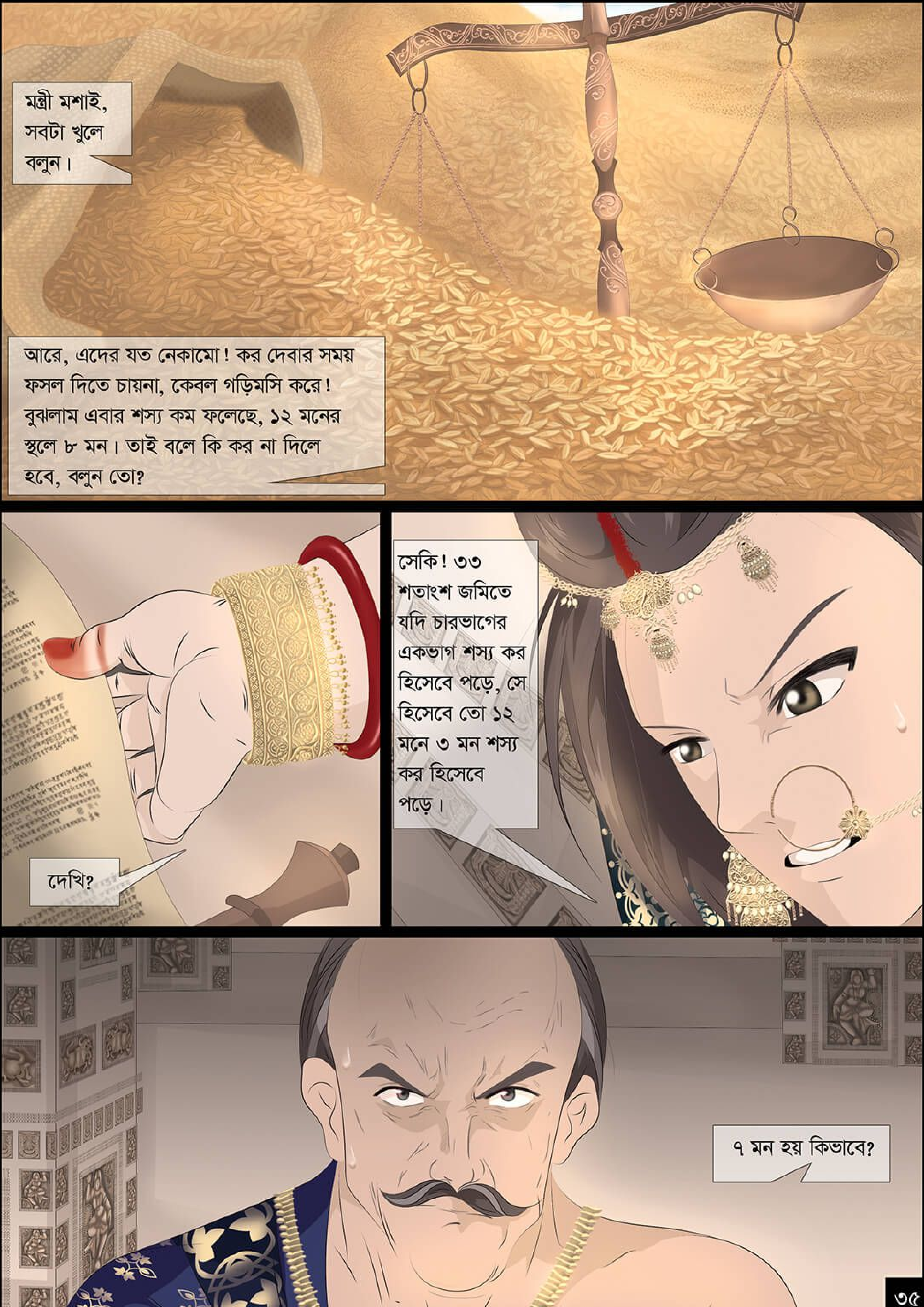
মন্ত্রী মশাই, সবটা খুলে বলুন।
আরে, এদের যত নেকামো! কর দেবার সময় ফসল দিতে চায়না, কেবল গড়িমসি করে! বুঝলাম এবার শস্য কম ফলেছে, ১২ মনের স্থলে ৮ মন। তাই বলে কি কর না দিলে হবে, বলুন তো?
দেখি?
সেকি! ৩৩ শতাংশ জমিতে যদি চারভাগের একভাগ শস্য কর হিসেবে পড়ে, সে হিসেবে তো ১২ মনে ৩ মন শস্য কর হিসেবে পড়ে।
৭ মন হয় কিভাবে?

আর এবার যদি শস্যই ৮ মন হয়ে থাকে, তবে ২ মনের বেশি কর তো হতেই পারে না কোনো ভাবে মন্ত্রী মশাই!
কি বলতে চাইছেন আপনি?
সহজ কথা, পাঠাগার থেকে আসার সময় মহাকোষ রক্ষক বাবুর সাথে কথা হলো আমার। উনি তো বললেন আজকাল নাকি আগের মতো কর উঠে না।
আপনি নাকি দানবীর, সবাইকে ছাড় দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই কি ছাড় দেওয়ার হাল? নাকি রাজকোষের নামে অন্য করোও কোষাগারে এসব শস্য জমা পড়ছে?
আপনি বোধহয় আপনার সীমা লঙ্ঘন করছেন! মহারাণী হয়ে সাধারণের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করছেন! আমার ভুল ধরছেন!!

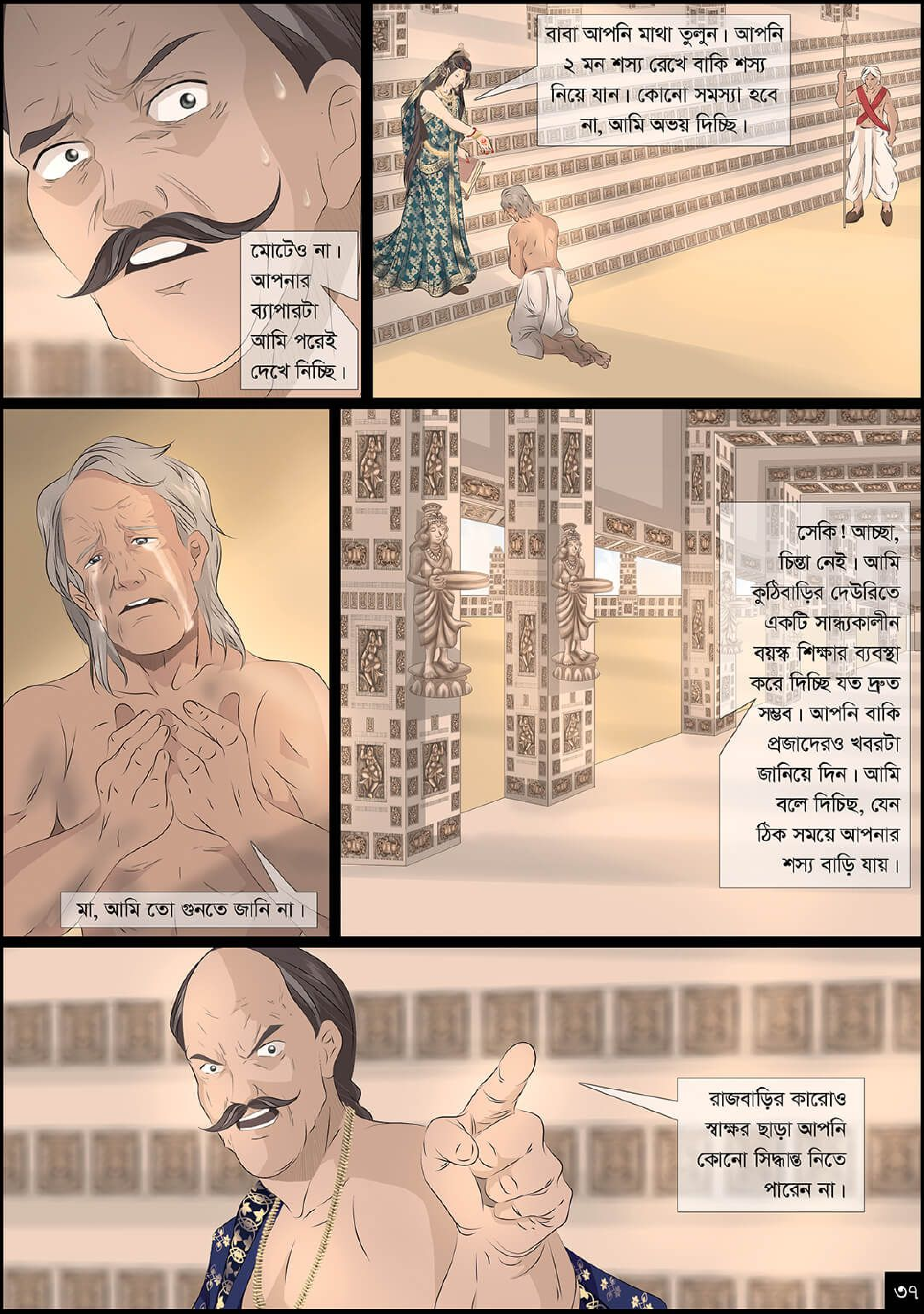
মোটেও না। আপনার ব্যাপারটা আমি পরেই দেখে নিচ্ছি।
বাবা আপনি মাথা তুলুন। আপনি ২ মন শস্য রেখে বাকি শস্য নিয়ে যান। কোনো সমস্যা হবে না, আমি অভয় দিচ্ছি।
মা, আমি তো গুনতে জানি না।
সেকি! আচ্ছা, চিন্তা নেই। আমি কুঠিবাড়ির দেউরিতে একটি সান্ধ্যকালীন বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যত দ্রুত সম্ভব। আপনি বাকি প্রজাদেরও খবরটা জানিয়ে দিন। আমি বলে দিচ্ছি, যেন ঠিক সময়ে আপনার শস্য বাড়ি যায়।
রাজবাড়ির কারোও স্বাক্ষর ছাড়া আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

তাই নাকি?
তাহলেতো রাজবাড়ির কারো স্বাক্ষর দিতেই হয়।
মহারানী নিজে স্বাক্ষর দিয়েছেন, আশা করি আর কোনো সমস্যা নেই। আছে কি, মন্ত্রী মশাই?

তুমি? এখানে কোন সাহসে পা রেখেছো?
সারাদিন জলসা ঘরে বসে থাকলে রাজ্যে হরির লুট লাগবে, এটাই তো স্বাভাবিক! তা ব্যপারটা কি আপনার জানা নাকি দেউলিয়া হতেও আপনার আপত্তি নেই?
আমার রাজ্য আমি কিভাবে সিদ্ধান্ত নিব সেটা কি আমার তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে?

বেশ তো, সেটা না হয় আপনি নাই শুনলেন কিন্তু বিয়ের আসরের পর একটিবারও কেন আপনি আমার সাথে দেখা করেননি, সেটা তো আমিও জানতেই পারি!
মাসের পর মাস একবারও আপনার সময় হয়নি আমার সাথে দেখা পর্যন্ত করার, রাজকোষাগারে কি অনিয়ম হচ্ছে সেটা পর্যন্ত দেখার, তাহলে কি যজ্ঞে আপনি ব্যস্ত সেটা তো আমার জানতেই হয়!
তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো বিদ্যাবতী!
মোটেও না! বিয়ের সময় কোনো রীতিনীতি না মেনে বাবা মার সাথে ঠিকমত বিদায়টুকু পর্যন্ত নিতে দেননি আপনি! আমাকে যদি দেখার ইচ্ছেটুকুও না থাকে, তবে কেন বন্দি করে রেখেছেন আমাকে সেটা কি জানতে চাওয়াটা অন্যায়?

অন্যায়?? ন্যায় অন্যায় বোধ কি আমি তোমার কাছ থেকে শিখব! যা কিছু সুন্দর, তার কোনোকিছু আমার রাজগৃহের অংশ হবে না, তা তো হয়না! রাজগৃহে রানীর প্রয়োজন! রাজগৃহে সে থাকবে! রূপে গুনে যে সেরা সেই থাকবে!! শেষ!
এতবড় স্পর্ধা তোমার, তুমি আমার সামনে এসে কথা বলছো! এটা আমার রাজ্য! আমি যা বলব সেটাই নিয়ম!!
বাহ্! তো আপনি আমাকে আট দশটা আসবাবপত্র মনে করেছিলেন? বড্ড ভুল ভেবেছিলেন সহস্রাক্ষ বাবু। আমিও ভুল ভেবেছি, আপনার আমাকে কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে শেষবারের মত জানাতে এসেছি, আপনি কি জলসা ছেড়ে নিজ রাজকার্যে মন দিবেন?
নাকি রাজ্যের সব দায়িত্ব আমি নিজ কাঁধে নিয়ে নিব? রাজ্যের প্রজাদের কোনো কষ্টই আমি আর হতে দিবনা!
সে হোক কাঞ্চনপুর না হোক চন্দ্রগড়!

নিজের সকল সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিতে পারি। আমি আপনার রাজবন্দি না!
বিদ্যাবতী!!!!!!!!!!!

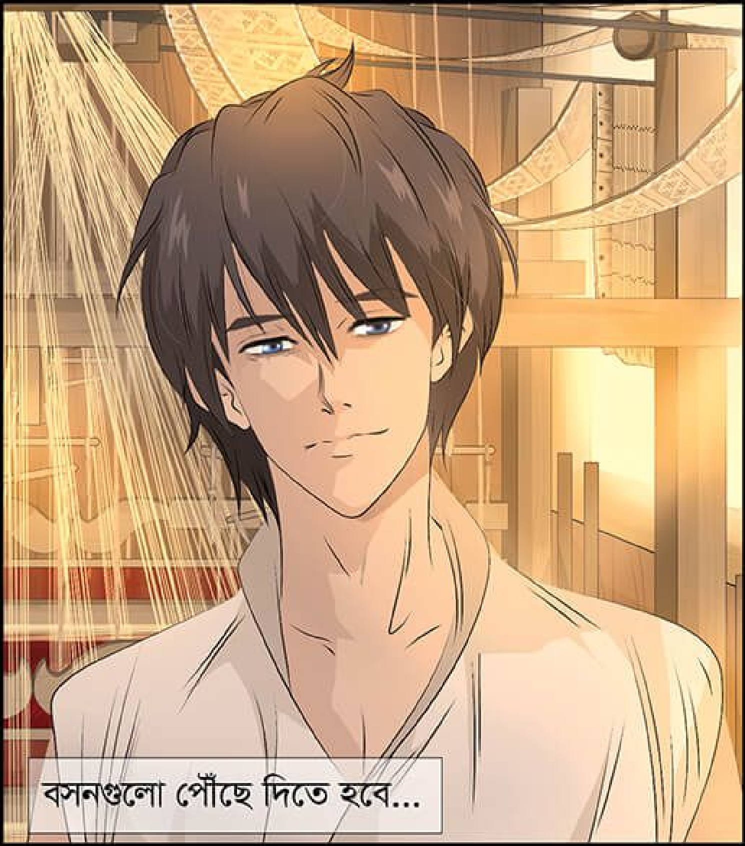
বসনগুলো পৌঁছে দিতে হবে...

চন্দ্রগড়ের রাজগৃহে...

কাঞ্চনপুর নৃপতি বাড়ি থেকে বসন উৎসবের বসন পাঠিয়েছেন গিন্নিমা। রানী বিদ্যাবতীর জন্য।

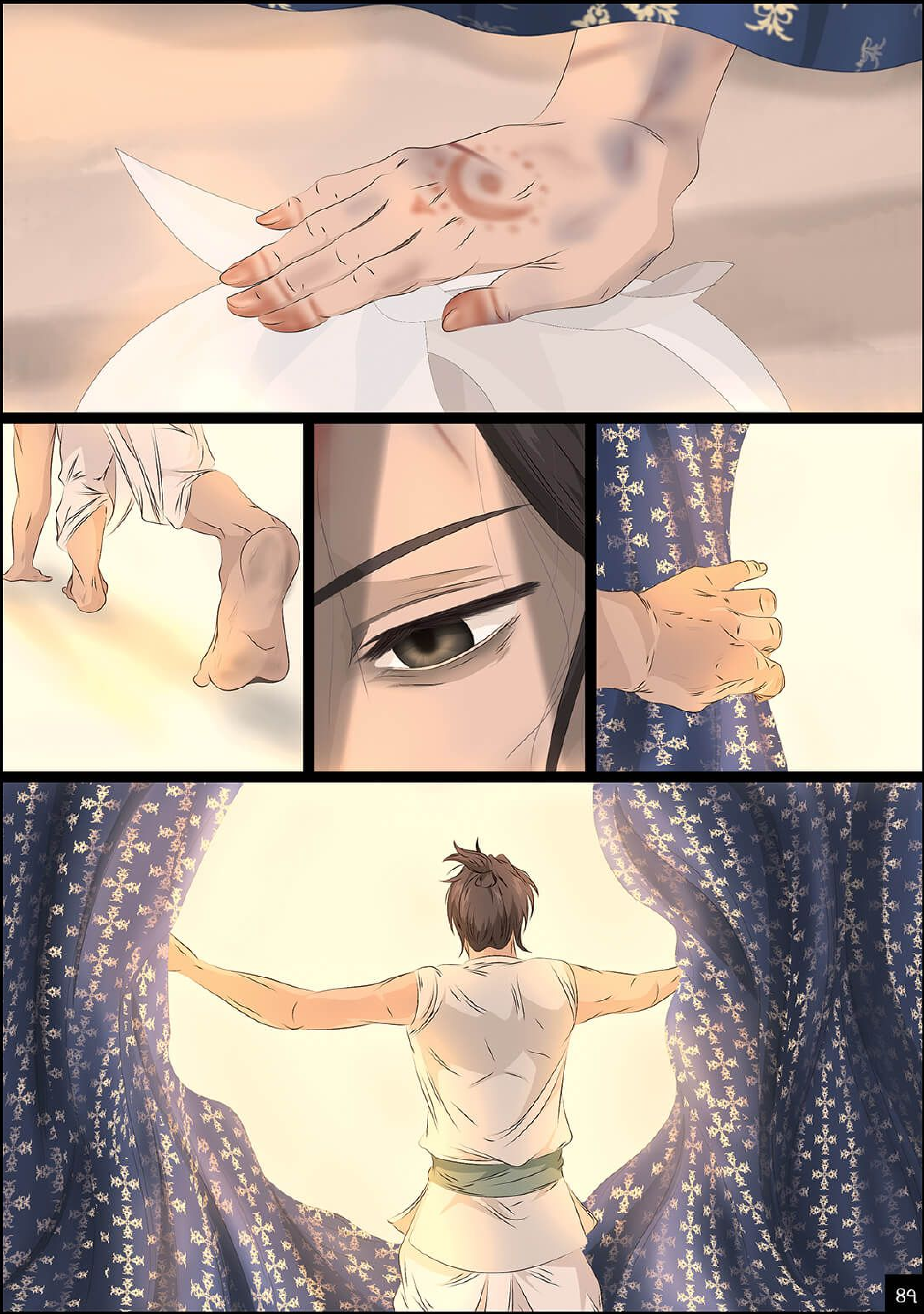

এমনটা কিভাবে হলো! উত্তর দাও!
আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও নির্মল!

এই নরক যন্ত্রনা আমি আর সইতে পারছি না !
হুম

আমার অন্তঃপুরীতে প্রবেশ! এই স্পর্ধা তোমাকে কে দিল!!
বিদ্যাবতীকে আঘাত করার সাহস আপনি কিভাবে পেলেন! আমি কাঞ্চনপুরে সবাইকে জানিয়ে দিব!
সাহসটা খুব বেশি!
সামান্য তাঁতী হয়ে আমার মুখের উপর কথা!!

এই হাতে আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করা!!
হাতের খুব যশ না! খুব দক্ষ তাঁতী!!
দাসপরাধীক!
ওই হাত দুটো কেটে ফেলো!

আমি অভিশাপ দিচ্ছি!!!
তোমার দম্ভ ধুলোয় মিশবে সহস্রাক্ষ!!

তোমার ধ্বংস সুনিশ্চিত...

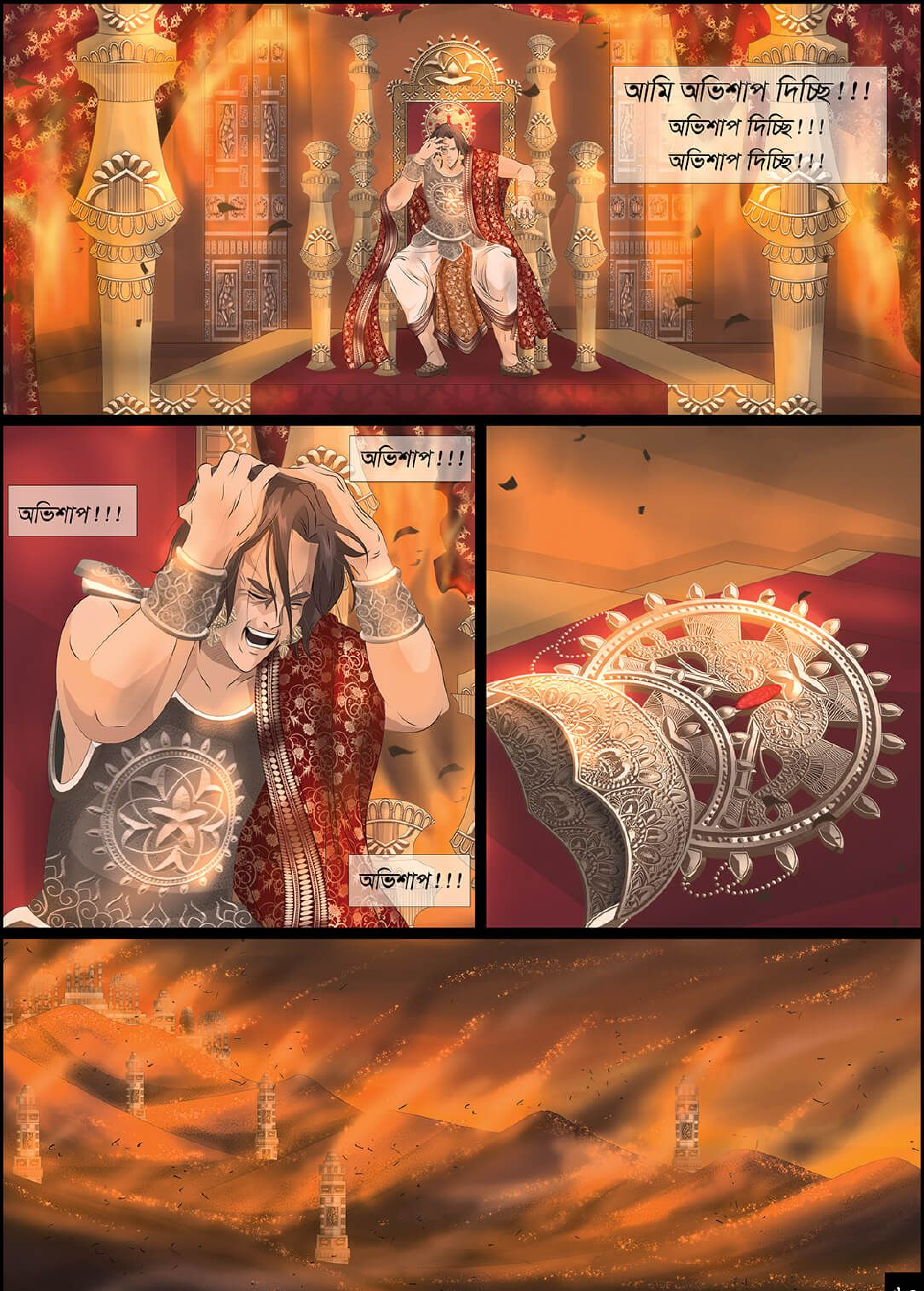
আমি অভিশাপ দিচ্ছি!!!
অভিশাপ দিচ্ছি!!!
অভিশাপ দিচ্ছি!!!
অভিশাপ!!!
অভিশাপ!!!
অভিশাপ!!!

৭ বছর পর...
পাঠশালা
বিদ্যাবতীর পাঠশালা

সহস্রাক্ষ... বাবু?
সব ছাই হয়ে গেছে। আমার শাস্তি শেষ হয়নি তাই অভিশাপ হয়ে বেঁচে আছি।
বেঁচে থাকা অভিশাপ হয় নাকি?

আমায় তুমি ক্ষমা করো বিদ্যাবতী। তুমি ক্ষমা না করলে আমার শাস্তি কোনোদিনই শেষ হবে না।
ক্ষমা আপনি কোনোদিনই পাবেন না সহস্রাক্ষ বাবু। কিন্তু অনুগ্রহ তো আপনি পেতেই পারেন।
এই যথেষ্ট।